আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০০৪

বৈষম্য-বঞ্চনা-নির্যাতন নয়, নারীর জন্য চাই সমতার পৃথিবী

প্রতি বছরের মতো এবারও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হবে ৮মার্চ - আর্ন্তজাতিক নারী দিবস। নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য নিরসন ও সমতা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের উচ্চকিত অঙ্গিকার ঘোষণা করাই সাধারণত এ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য। দিবসটির মূল চেতনা নিহিত নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের মধ্যে, যার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিলো ১৮৫৭ সালে, নিউইয়র্কের একটি সূঁচ কারখানায় নারী শ্রমিকদের জ্বলন্ত বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। সেদিনের নারী শ্রমিকদের বঞ্চনা যেমন বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা ছিলো না, তেমনি সেদিনের বিদ্রোহও ছিলো না কোনো বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ। এটি ছিলো দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত যন্ত্রণা, অশ্রু আর ক্ষোভের সংগঠিত বহিঃপ্রকাশ। পুলিশী নির্যাতন সেই অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে দমিত করতে পারেনি। বরং নির্যাতিত নারীর লড়াকু প্রত্যয় নাড়িয়ে দিয়েছে বিশ্ব বিবেককে। বিশ্বের সকল প্রান্তে নিগৃহীত হতে থাকা নারীদের কাছে পৌছে দিয়েছে সংগঠিত হবার আহ্বান। তাদের চেতনাকে করেছে প্রদীপ্ত। তাদের ভীরু প্রাণে জ্বেলেছে অনির্বাণ সাহসের শিখা। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯১০ সালে জার্মানে, সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন এ দিনটিকে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ৮ মার্চকে জাতিসংঘ দিবসটিকে নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

আমাদের সংবিধানের ২৮(২) ধারায় বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।" কিন্তু, সংবিধানের এই বলিষ্ঠ ও ন্যায্য প্রত্যয়টি আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও, নারীরা এখনো অব্যাহতভাবে অবদমন, নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান এই নির্যাতন এবং নির্যাতিত হবার ঝুঁকি, নারীর মনোজগতে গভীর নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দিচ্ছে। তার কর্মতৎপরতার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে সংকুচিত। ফলশ্রুতিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, রাজনীতি, প্রশাসন, ক্ষমতায় অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতে নারীর অবস্থান এখনও অত্যন্ত দুর্বল। ইউনিসেফ ও অন্যান্য উৎস থেকে নেয়া তথ্য অনুযায়ি সাম্প্রতিক রিপোর্টে বাংলাদেশের নারী পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে-

- **শিক্ষা :** ১১ বছর ও তদুর্দ্ধ বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষদের চেয়ে নারীদের সাক্ষরতার হার ১২ ভাগ কম (যথাক্রমে ৪৭.৬ শতাংশ ৩৫.৬ শতাংশ)। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই হার পুরুষের অর্ধেক মাত্র (নারী ১৩.৩ শতাংশ, পুরুষ ২৮.১ শতাংশ)।
- **স্বাস্থ্য :** এদেশের শতকরা ৫৮ ভাগ নারী রক্তশূন্যতায় ভোগে। গর্ভকালে সে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত খাবার বা বিশেষ যত্ন পায় না। এর পরিণতিতে এদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিশু স্বল্প ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।
- **শ্রম :** বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানী ক্ষেত্র পোষাকশিল্পে কর্মরত শ্রমিকের ৮০-৯০ শতাংশই নারী । এদের গড় বেতন মাসিক ৯০০ টাকা। একই ক্ষেত্রে পুরুষদের বেতন ১৩০০ টাকা। অর্থাৎ মজুরি ক্ষেত্রে বৈষম্যের হার শতকরা ১৯ ভাগ। বাংলাদেশে কৃষি শ্রমিকের ৪৬ শতাংশ নারী, যারা ন্যূনতম মজুরীতে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিনা মজুরীতেও কাজ করে।
- **নির্যাতন:** ইউএনএফপি'র তথ্য অনুযায়ী, নারী নির্যাতন ও সহিংসতায় বাংলাদেশের স্থান দ্বিতীয়। আমাদের দেশের শতকরা ৪৭ ভাগ নারী, জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে পুরুষ কর্তৃক নির্যাতিত হন। শারিরীকভাবে নির্যাতিত নারীদের ক্ষেত্রে গর্ভপাতের সম্ভাবনা স্বাভাবিকের তুলনায় দ্বিগুন। এক্ষেত্রে স্বল্পওজনবিশিষ্ট সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় চারগুন এবং এসব সন্তানদের জন্মের পাঁচ বছরের মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি স্বাভাবিকের তুলনায় ৪০ গুণ ।

১০ জানুয়ারি, ২০০৪ প্রথম আলোর প্রকাশিত তথ্যানুসারে পুলিশী মামলার নথি অনুযায়ী, বিগত ২০০৩ সালে **২০,২৪২** জন নারী ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপসহ নানা ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছে। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সময়কালে, নারী নির্যাতন বিষয়ক মামলার সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বেড়েছে।

একইভাবে, নারীর প্রতি বঞ্চনার শেকড় প্রোথিত রয়েছে সমাজজীবনের গভীরে। বঞ্চনা ও বৈষম্যের এই বাস্তবতা যত দীর্ঘায়িত হবে, জাতীয় উন্নয়নসহ সার্বিক উন্নয়ন ততই সুদূরপরাহত হয়ে উঠবে। তাই পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অধিকার সংরক্ষণ ও তার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরী। এর মাধ্যমেই গোটা সমাজে অধিকার, মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। তাই আমরা চাই–

- মানুষ হিসেবে নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত হোক।
- নারী নির্যাতন বন্ধে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হোক। প্রচলিত আইনের সংস্কার করা হোক এবং আইন প্রয়োগের কঠোরতা প্রদর্শন করা।
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা হোক।
- নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা হোক। গর্ভকালীন ঝুঁকি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।
- মজুরি ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান ঘটুক। নারী শ্রমিক তার ন্যায্য-মজুরী পাক।

প্রচারে: জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম